অন্যান্য বিষয় প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআন

ভূমিকা ঃ

পবিত্র কোরআন হচ্ছে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনের পবিত্র বাণী। আর এই বাণীর মাধ্যমেই তিনি তাঁর সৃষ্টিত মানুষ জাতিকে হিদায়ত দিয়ে থাকেন। যদিও এই পবিত্র বাণী বুঝার জন্য তিনি যুগে যুগে নবী-পয়গাম্বর পাঠিয়েছন। কারণ তারা আল্লাহ্র অতি নিকটতম ব্যক্তি এবং তাঁর একান্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। তাই শুধুমাত্র তারাই তাঁর প্রেরীত বাণীর প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারেন। যা আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষ্যে অতিশয় কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষ্যে কোরআনের বাহ্যিক অর্থ বুঝার ক্ষমতা থাকলেও তার আভ্যন্তরিণ অর্থ বোধগম্য নয়। শুধুমাত্র তারাই এই আভ্যন্তরিণ অর্থের নির্নায়ক যাদেরকে আল্লাহ্ তা'য়ালা বিশেষ জ্ঞান দিয়ে জ্ঞানান্বিত করেছেন। আর তারা হচ্ছেন সেই প্রিয় নবী মুহাম্মদ মুসতাফা (সাঃ) ও তার আহ্লে বাইত যাদের সম্মূখে জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহ্র পবিত্র বাণী নিয়ে হাজির হতেন। তাই আমরা যদি পবিত্র কোরআনের আভ্যন্তরিণ অর্থকে বুঝতে চাই তবে তাদের কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করতে হবে এর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

পবিত্র কোরআন আমাদের জীবনের চলার পথকে সুদৃঢ় করতে প্রেরীত হয়েছে। যার মাধ্যমে আমরা প্রকৃত জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হতে পারি এবং তাকে সুন্দরভাবে সাজাতে পারি। যদি পবিত্র কোরআনের দিকে (নবী ও তাঁর আহ্লে বাইতের ব্যাখ্যামতে) আমরা গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব যে, এই পবিত্র কোরআন আল্লাহ্ তা'য়ালার সৃষ্টিত সকল কিছুর বিষয়ে বর্ণনা দিয়েছে। আর তাতে ক্ষুদ্রতম বিষয় সম্পর্কেও বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

পবিত্র কোরআন কখনো আমাদেরকে অতীত পয়গম্বরগণের জীবনী ও তাদের সময়কার জনগণের চাল-চলন গল্প আকারে বর্ণনা দিয়েছে এবং আমাদেরকে তা থেকে শিক্ষা নিতে বলেছে। আবার কখনো নির্দেশ প্রদান করেছে। আবার কখনো শত্রুর সাথে মুনাযিরাহ্ ও মুকাবিলাহ্ করতে বলেছে। আবার কখনো আসমান, জমিন, তারকারাজী, নক্ষত্রসমূহ, চন্দ্র, সুর্য সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছে। আবার কখনো বেহেশ্ত, দোযখ, নে'য়ামতসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছে। আবার কখনো গোনাহের সাজা ও ভাল কাজের পুরস্কার সম্পর্কে কথা বলেছে।

আমরা এ পর্যায়ে পবিত্র কোরআনে উল্ল্যেখিত বিষয়সমূহের ব্যাপারে আলোচনা করবো ইন্শাআল্লাহ্ তা'য়ালা। প্রথমেই আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো তা হচ্ছে কিয়াতম দিবশের ব্যাপারে এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিষয়সমূহকে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।